কুঁড়ি থেকে ফুল

যুথিকা বড়ুয়া

(দুই)

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। একটুও মেঘ নেই আকাশে। ঝড়ের গতিবেগ স্থিতিশীল প্রায়। ঝুরু ঝুরু শীতল বাতাস বইছে। গর্তের ব্যাঙগুলি গ্যাঙর গ্যাঙর করে ডাকতে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এসে থপ্ থপ্ করে লাফাচ্ছে। ঝাঁড়-জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। নিকটস্থ কোনো প্রতিবেশীর পালতু কুকুর অনবরত ঘেউ ঘেউ করছে। মনে হচ্ছে যেন পাড়ায় ডাকাত পড়েছে। ততক্ষণে ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল মহুয়ার। ঠান্ডায় হাত-পা কুঁকড়িয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ দেওয়ালের বিশাল ঘড়িটার ঢং ঢং শব্দে নড়ে ওঠে। মাথা তুলে দেখলো, ন'টা বাজে। শিথিল ভঙ্গিতে উঠে গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে বিছানায়। কিন্তু কখন যে চোখে তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ নড়ে ওঠে সদর দরজার কড়া। সে একেবারে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম। কিন্তু মহুয়ার কর্ণগোচর হলো না। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু অনবরত দরজার কড়া নড়তে থাকলে হঠাৎ স্বপ্ন দেখার মতো লাফ দিয়ে ওঠে। বুক ধড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন না বাস্তব, ঠাহরই করতে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ শুনলো কান পেতে। -নাঃ, এ তো স্বপ্ন নয়! সত্যিই দরজার কড়া নড়ছে! ভাবল, কাজের মাসি মালতি এসেছে। সঙ্গে চাবি আছে, পিছনের দরজা খুলে ঢুকে পড়বে ক্ষণ। এইভেবে বিছানা ছেড়ে উঠে আসার কোনো তাগিদ বোধই করলো না। বিরাট একটা হাই তুলে বলল,-"তোমার আজই এই দুর্যোগের মধ্যে আসার সময় হলো মাসি! একেবারে ঝড়-তুফান মাথায় নিয়ে! কাল সকালে এলেই তো পারতে!"

মনে মনে অনুমান করছিল, হাজারটা কৈফেয়ৎ দিতে দিতেই এক্ষুণি ঘরে ঢুকবে মালতি। কিন্তু কোথায় মালতি, কোনো সাড়া শব্দই নেই ওর। ওদিকে দরজার কড়া নড়া বন্ধ হয়ে শুরু হয় খস্ খস্ শব্দ। একেই বিরাট দালান বাড়ি। চারদিক অন্ধকার। গাছ-গাছলায় ভর্তি। কেউ এসে লুকিয়ে থাকলেও বোঝার সাধ্য নেই। দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়ে মনে মনে বলে,-নাঃ, মালতি নয়! এলে ও' এতক্ষণ চুপ করে থাকতো না। কিন্তু এই খস্ খস্ শব্দটা কিসের? কোনো চোর গুন্ডা বদমাশ ঢুকে পড়লো না তো!

ভয়-ভীতিতে আড়ষ্ঠ হয়ে যায় মহুয়া। শুকনো একটা ঢোক গিলে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল,-"কে, কে ওখানে?"

বলতে বলতে উঁকি দেয় জানালায়। কিন্তু অন্ধকারে কাউকেই দেখতে পেলো না। অথচ ধীর পায়ে দরজার দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই শব্দটা থেমে গেল। ভাবল, নিশ্চয়ই সুরজিৎ

এসেছে। এসব ওরই কান্ড। মহুয়াকে একলা পেয়ে ভয় দেখাচ্ছে। ওর কখন কি মতিগতি বোঝা ভার। দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি মজা।
এই ভেবে মহুয়া একটা শক্ত কাঠের ডান্ডা নেয় হাতে। আজ সুরজিতকে কষে লাগাবে এক ঘা। ও' অনেকক্ষণ যাবৎ জ্বালাতন করছে। কিন্তু দরজার ওপ্রান্তে কার যে আবির্ভাব, তা ও' স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। ছিটকিনি টেনে দরজাটা খোলা মাত্রই ডান্ডাটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। আর তৎক্ষণাৎ ধপ্ করে জ্বলে ওঠে বিজলীবাতি।
বিস্ময়ে একেবারে থ্ হয়ে যায় মহুয়া। বিশ্বাসই হয় না নিজের চোখদু'টোকে। -এ কি! এ স্বপ্ন, না ওর মনের ভ্রম! এ যে নিতান্তই বাস্তব! মাত্র একহাত দূরত্বের ব্যবধানে এ্যাটাচ্ হাতে নিয়ে সশরীরে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে নিখিলেশ চক্রবর্তী, ওরফে নিলুদা। মাসতুতো দিদি শুভ্রার দেবর। শুভ্রাদির বিয়েতেই প্রথম দেখা হয়েছিল ওর সাথে।

আজ থেকে প্রায় বছর সাতেকের আগের কথা। বন্ধ-বান্ধবদের সাথে দলবেঁধে শুভ্রাদির বাসররাতে কি কান্ডটাই না করেছিল নিখিলেশ। সুরভীত রজনীগন্ধায় সুসজ্জিত চন্দন পালঙ্কে শায়িত নব বিবাহিত দম্পতীর মধুর প্রেমালাপ আড়ি পেতে শুনতে শুনতে হঠাৎ বন্ধ দরজাটা বেকায়দায় খুলে গিয়ে একঝাঁক যুবক-যুবতী হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে সেই কি কান্ড। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যেন বিরাট একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ওদিকে যুগলবন্দী নব দম্পতীর তখন বেহাল অবস্থা। যা ক্ষণপূর্বেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি। ভাগ্যিস মশারিটা টাঙ্গানো ছিল। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে বর-কনে দুজনেই দিশা হারিয়ে চোখেমুখে তখন শর্ষে ফুল দেখছিল। এসব শুনে ওর জ্যাঠতুতো বৌদিরা সবাই হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। লজ্জায় ক'দিন মুখই দেখাতে পারে নি শুভ্রাদিকে। সেই তখনিই কয়েক পলকের দেখা। তার কিছুদিন পর উচ্চশিক্ষার্থে নিখিলেশ পাড়ি জমায় বিলেতে। আর যোগাযোগ হয় নি। সেই আভিজাত্যেভরা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হ্যান্ডসাম্ চেহারা নিখিলেশের। লম্বা সুঠাম দেহী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সুদর্শণ এবং প্রসন্ন মেজাজের একজন সুপুরুষ। যার প্রথম দর্শণে যে কোনো মেয়েই ওর প্রেমে পড়ে যাবে। মহুয়াও যে পড়ে নি তা নয়, অবশ্যই পড়েছিল। তখন ওর যৌবনের প্রথম প্রহর। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে পর্দাপণ করেছে মাত্র। উপছে পড়া যৌবনের ঢেউ-এ প্লাবিত হচ্ছিল ওর সারাশরীর। বাবা-মায়ের একটিমাত্র সুকন্যা। কত আদরের। যার অন্ত ছিল না স্বাধীনতার। বন্ধনহীন মুক্ত জীবন। উরু উরু মন। ঠেকাবার সাধ্য কার। ভিতরে ভিতরে সবার অলক্ষ্যে নিখিলেশের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। অথচ ভালোবাসা নামে চির সত্য ও পবিত্র শব্দটা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে লজ্জা হলেও মহুয়ার অভাব ছিল সাহসের। পারেনি ওর মনের ইচ্ছাটা ব্যক্ত করতে। আর পারেনি বলেই মহুয়ার একান্ত ভালোবাসার ফুলটি অনাদরেই ওর হৃদয় থেকে ঝরে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল, যেদিন স্কলারশীপ্ নিয়ে নিখিলেশ ডাক্তারি পড়তে পারি দেয় ওর স্বপ্নের দেশ, বিলেতে। বুঝেছিল, নিখিলেশ ওর নাগালের বাইরে। ওকে কোনদিনও ধরা যাবে না। বিদেশী মেয়েদের সাথে পড়াশোনা করবে, মেলা মেশা করবে, সেখান থেকেই বেছে নেবে ওর জীবন সঙ্গিনী।

আজ অপ্রত্যাশিত হঠাৎ নিখিলেশের আগমনে অপ্রস্তুত মহুয়া স্তম্ভিত হয়ে যায় বিস্ময়ে। রুদ্ধ হয়ে যায় ওর কণ্ঠস্বর। লজ্জায় দিশা হারিয়ে ফেলে। কি বলবে, ভাষাই খুঁজে পায় না। অথচ কি

আশ্চর্য্য, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে নিখিলেশ এতটুকু বদলায় নি। ওর সেই অকৃত্রিম হাসি, সেই উচ্ছাসিত চোখের চাউনি। সহাস্যে উৎসুক্য হয়ে অপেক্ষা করে আছে সাদর অভ্যর্থনার জন্যে। কিন্তু মহুয়ার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মনে মনে ভীষণ অস্তস্তিবোধ করে। এতক্ষণ যে অকপট সারল্য দেখা গিয়েছিল, সদ্য তরতাজা হাসির সঙ্গে সেটিও হঠাৎ মিলিয়ে গেল। মনে মনে বলল,-"সামথিং ইস্ রং! চেহারার এ কি হাল করে রেখেছে মহুয়া! ঘরের ভিতর থেকে হু হু করে বের হচ্ছে ঠান্ডা হাওয়া। সারাঘরে উড়ছে পারফিউমের গন্ধ। পড়নের কাপড়টাও ওর কোনরকমে শরীরে জড়ানো। কেশ-বিন্যাশ এলোমেলো। রেকর্ড-প্লেয়ারটা বাজছে হাই ভলিওমে। ভ্যারী ইন্টারেষ্টিং! কিন্তু ভদ্রমহিলা অমন হাঁ করে চেয়ে আছে কেন? রং-প্লেসে এসে পড়লাম না তো!"

ক্ষণিকের বিভ্রান্তিতে ইতস্ততবোধ করে নিখিলেশ। দ্বিধা-দ্বন্দের টানাপোড়ণে পড়ে যায় বিপাকে। অবলীলায় ভদ্রতার সৌজন্যে মৃদু হেসে বলল-"এক্সকিউজ্ মী ম্যাম, মিস্ ব্যানার্জী, আই মিন....!"

তক্ষুণি ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠল মহুয়ার। ওর চোখেমুখে অপার বিস্ময়। নিখিলেশের কথা শেষ না হতেই একগাল মুক্তাঝরা হাসি ছড়িয়ে বলল,-"আ-আপনি নীলুদা না, মানে নিখিলেশ বাবু না? লন্ডন থেকে কবে ফিরলেন?"

এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো নিখিলেশ। ম্লান হেসে বলল,-"ভাগ্যিস চিনতে পেরেছেন, নইলে তো এক্ষুণিই দিচ্ছিলেন বিপদে ফেলে!"

-"কিন্তু আপনি এভাবে, বিনা নোটিশে! কোত্থেকে আসছেন?"

মুখের হাসিটা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল নিখিলেশের। খানিকটা বিস্ময় নিয়ে বলল,-"সে কি! বৌদি কিছু বলে নি?"

-"কই, না তো! গতকাল রাতে এতক্ষণ কথা হলো, আপনি আসছেন, সেকথা একবারও তো বলল না শুভ্রাদি!"

-"কিন্তু আপনার কাছে নোটিশ ছাড়া আসা যাবে না, তা তো জানতাম না!"

নিখিলেশের ঠোঁটের কোণে চোরা হাসির ঝিলিকটা নজরে এড়ায় না মহুয়ার। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল,-"আপনারা দেবর বৌদি কখন কি কথা বলছেন, তা আমি জানবো কিকরে বলুন তো!"

-"দেখলেন তো, যোগাযোগ না থাকলে এই অবস্থাই হয়!"

আশ্চর্য্য! ভাবতেই অবাক লাগছে মহুয়ার। কথাবার্তায় এতটুকু জড়তা নেই নিখিলেশের। যেন কতদিনের চেনা, পরিচয়, কত ঘনিষ্ঠতা। অথচ তেমনভাবে কখনো আলাপচারিতাই হয় নি ওর

সাথে। মনেই হয় না নিখিলেশ একজন বিলেত ফেরৎ ডাক্তার। চাইল্ড্ স্পেশালিষ্ট। এখনও সেই স্বতঃস্ফূর্তির প্রলেপ মাখানো ওর চোখেমুখে।

হঠাৎ নিরবতা ভঙ্গ করে নিখিলেশ বলল,-"দরজা থেকেই বিদায় দেবেন না কি! ভিতরে আসতে বলবেন না! এসে বিরক্ত করলাম বোধহয়, তাই না!"

চকিতে থতমত খেয়ে গেল মহুয়া। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে বলল,-"না, না, তা কেন হবে! বরং ভালোই করেছেন এসে। ভীষণ বোর ফিল করছিলাম। বাড়িতে কেউ নেই! আমি একা।"

-"সে কি! মাসিমারা কেউ বাড়িতে নেই! তা'হলে?" বলে থমকে দাঁড়ায় নিখিলেশ।

পিছন ফিরে মহুয়া বলল,-"তা'হলে কি! ওমা, দ্যাখো কান্ড! আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আরে আসুন, আসুন! ভিতরে আসুন!"

সলজ্জে নিখিলেশ বলল,-"বৌদিরা সব পার্টিতে যাবে বলল, ভাবলাম এই অবসরে ঘুরেই আসি, তাই চলে এলাম। আর তা'ছাড়া সম্পর্ক তো একটা আছেই। আফ্টার অল্ দাদার শ্যালিকা বলে কথা।"

হেসে ফেলল মহুয়া। -"তাই বুঝি! দেখে তো চিনতেই পারছিলেন না। অবশ্য না পারারই কথা।"

নিখিলেশ ভাবল, সাড়ে ন'টা বাজে। মহুয়া একা বাড়িতে। এতরাতে ওর সাথে আড্ডা দেওয়াটা মোটেই শোভনীয় নয়। শুনলে মাসিমা-মেসোমশাই নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন, নিন্দে করবেন। তারচে' বরং ফিরে যাওয়াই বেটার। কিন্তু যাই বললে কি আর যাওয়া যায়! পড়েছে মহুয়ার পাল্লায়, রেহাই নেই। সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

হলোও ঠিক তাই। ভ্রু-যুগল উত্তোলন করে মহুয়া বলল,-"ও কি, আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন যে! ভিতরে ঢুকতে ভয় হচ্ছে বুঝি!"
ফিক্ করে হেসে বলল,-"মশাই, এখানে কোনো বাঘ ভাল্লুক নেই যে আপনাকে খেয়ে ফেলবে। আপনি না একজন পুরুষমানুষ! এতো ভয় কিসের! আসুন, ভিতরে আসুন!"

মৃদু হাসল নিখিলেশ।-"কি যে বলেন না, তা হবে কেন! একচুয়েলি, অনেকটা পথ জানিং করে এসেছি তো, বড্ড টায়আর্ড লাগছে। তাই বলছিলাম, আজ যাই মিস্ ব্যানার্জী! আরেকদিন আসবো!"

মুখখানা ব্যাঁকিয়ে মহুয়া বলল, -"হুঁমঃ, যাই বললেই হলো! ঘরের দুয়োরে এসে ফিরে যাবেন, তা হবে না।"

ঝট্ করে নিখিলেশের হাত থেকে এ্যাটাচিটা টেনে নিয়ে বলে,-"রেষ্ট এখানেও নেওয়া যাবে। জায়াগার কি অভাব! মামনি বাড়ি থাকলে এতক্ষণে গল্প করতে বসে যেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, ইংল্যান্ড্ দেশটা কেমন! ওখানকার মানুষজন কেমন! খাবার দাবার কেমন! আপনি এসে ফিরে গেছেন শুনলে, মামনি ভীষণ রাগ করবেন। শুভ্রাদিকে এক্ষুণিই ফোন করে ম্যাসেজ্ রেখে দিচ্ছি, ফিরতে আপনার দেরি হবে।
কিছুক্ষণ থেমে বলে,-"বাব্বা, সন্ধ্যে থেকে কি ঝড়-বৃষ্টিই না বয়ে গেল। যাক্, ভালোই হলো আপনি এসেছেন। এবার একটু গরমাগরম চা খাওয়া যাবে বেশ।" বলতে বলতে অন্দর মহলের দিকে এগিয়ে যায় মহুয়া।

মনে মনে ভীষণ রাগ হলো নিখিলেশের। কিছু বলবার সুযোগই পেলো না। অথচ বাহানা করে মহুয়ার সাথেই দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু বাড়িতে যে কেউ থাকবে না, তাই বা জানবে কেমন করে! অগত্যা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহুয়াকে অনুসরণ করেই ওকে এগিয়ে যেতো হলো অন্দর মহলের দিকে।

যুথিকা বড়ুয়া ঃ টরোন্ট প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com